শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)

বিষয় ইতিহাস

শ্রেণি-দশম

পঞ্চম অধ্যায় - **বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ (উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত)- বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা।**

যেকোন দেশ অথবা জাতির সামগ্রিক উন্নতির ও বিকাশের জন্য শিক্ষা, শিল্প ও প্রযুক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা মানুষকে চেতনা দান করে, বিজ্ঞান তাকে করে তোলে যুক্তিবাদী এবং প্রযুক্তি তাকে দান করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল সংস্কার সাধন করে, তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করা, ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন নয়। তা সত্ত্বেও এইসব ইউরোপীয় উদ্যোগ ভারতীয়দের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ভারতীয় চিন্তাবিদরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে জন শিক্ষার বিস্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রবণতাকে ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতার পরোক্ষ রূপ বা বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ বলা যেতে পারে।

বাংলায় ছাপাখানার বিকাশ।

- **১৫৫৬** খ্রিস্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম পোর্তুগিজরা গোয়ায় আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।
- **১৭৭৭** খ্রিস্টাব্দে জেমস অগাস্টাস হিকি কলকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। হিকির ছাপাখানায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মিলিটারি বিল, ভাতার ফর্ম, সামরিক বাহিনীর বিধান প্রভৃতি ছাপা হতে থাকে।
- **১৭৮০** খ্রিস্টাব্দে ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র **'বেঙ্গল গেজেট'** হিকির ছাপাখানা থেকে ছাপা হয় ।
- **১৭৭৮** খ্রিস্টাব্দে জন অ্যান্ড্রুজ (চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকার এর সহযোগিতায়) হুগলির চুঁচুড়ায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা থেকেই ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ রচিত **'এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'** গ্রন্থটি প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়।
- **১৭৮১** খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স প্রতিষ্ঠিত কলকাতায় **'অনারেবল কোম্পানিজ প্রেস'** (অষ্টাদশ শতকের কলকাতার বৃহত্তম ছাপাখানা) থেকে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা- **'এশিয়াটিক রিসার্চেস'**, উইলিয়াম জোন্স অনূদিত কালিদাসের **'ঋতুসংহার'** এবং বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছাপা হতে থাকে।
- **১৮৪৭** খ্রিস্টাব্দে **রংপুরে** প্রথম পূর্ববঙ্গের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৮৫৬** খ্রিস্টাব্দে **ঢাকা প্রেস** প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চার্লস উইলকিন্স সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের টাইপ তৈরি করেন। পঞ্চানন কর্মকার তাকে আরও উন্নত ও মার্জিত করেন। সুরেশ চন্দ্র মজুমদার আরো উন্নত বাংলা অক্ষরের টাইপ – **'লাইনো টাইপ'** তৈরি করেন।

ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্বন্ধ

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনের মিশনারি উইলিয়াম কেরি 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই ছাপাখানা এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাপাখানা হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ- বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ, উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা', রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রভৃতি।

প্রকাশিত সংবাদপত্র ঃ- মার্শম্যান সম্পাদিত মাসিক 'দিগদর্শন' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) ও সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ), গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট' (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২ খ্রিস্টাব্দ), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি।

প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ঃ- ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' ও ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে হাজার হাজার কলেজ ও স্কুল পাঠ্য বই ছাপাতে থাকে।

শিশু শিক্ষা ও জন শিক্ষার প্রসার।

উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ঃ- মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত 'শিশুশিক্ষা' (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ)
রামসুন্দর বসাক রচিত 'বাল্যশিক্ষা' (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজ পাঠ'।

অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ ঃ- গোবিন্দপ্রসাদ দাস রচিত 'ব্যাকরণ সার' (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ)।
প্রাণলাল চক্রবর্তী রচিত 'অঙ্কবোধ' (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ)।
কেদারেশ্বর চক্রবর্তী রচিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস'।
আনন্দকিশোর সেন রচিত 'অর্থের সার্থকতা' (১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ)।
দীননাথ সেন রচিত 'বাংলাদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থের মুদ্রণের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা ও জন শিক্ষার প্রসার ঘটে ।

ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগ

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন প্রথম বাঙালি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা। শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসের কম্পোজিটর রূপে কর্মজীবন শুরু। মতানৈক্যের কারণে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন।

- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে কলকাতার চোরবাগান স্ট্রিটে 'বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস' স্থাপন ।
- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে "বাঙ্গাল গেজেটি" নামক সংবাদপত্রে প্রকাশ। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই প্রথম সচিত্র বাংলা বই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' প্রকাশ করেন। এই বইয়ের ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী রামচাঁদ রায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ৬২নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামক প্রেস।
- ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে এই ছাপাখানা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
- ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বর্ণপরিচয়ের ৫০ হাজার কপি বিক্রি হয়।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাংলা মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে এর নামকরণ হয় 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'। এই ছাপাখানা থেকেই ভারতে প্রথম 'প্রসেস প্রিন্টিং' শিল্পের বিকাশ শুরু হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 'হাফটোন কালার ব্লক' তৈরির সূত্র ও মুদ্রণের নানা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।
- ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পুত্র সুকুমার রায়কে তিনি ইংল্যান্ডে পাঠান। 'ইউ রায় এন্ড সন্স' থেকে 'টুনটুনির বই', 'ছেলেদের মহাভারত', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'আবোল তাবোল' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
- ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ছোটদের জন্য প্রথম রঙিন সচিত্র পত্রিকা 'সন্দেশ' প্রকাশিত হয়।

বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশ

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স

প্রতিষ্ঠা - ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার ইউজিন লাঁফোর সহযোগিতায় বিখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কলকাতার বউবাজার স্ট্রিটে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স' (IACS) প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রথম অধিকর্তা - প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

উদ্দেশ্য - পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত গবেষণা।

প্রকাশিত পত্রিকা - ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ফিজিক্স।

উল্লেখযোগ্য গবেষক - জগদীশচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চুনিলাল বসু, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর, মেঘনাদ সাহা ।

কৃতিত্ব - ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন তাঁর বিখ্যাত 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।

কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ

প্রতিষ্ঠা - ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ মার্চ বিশিষ্ট আইনজীবী স্যার তারকনাথ পালিত এবং স্যার রাসবিহারী ঘোষ এর সহযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দেশ্য – বিজ্ঞান চর্চা এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষক - আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, শিশির কুমার মিত্র।

- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী - বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বসু বিজ্ঞান মন্দির

প্রতিষ্ঠা – **১৯১৭** খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু কলকাতার ফলতায় **'বসু বিজ্ঞান মন্দির'** প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দেশ্য – বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা।

অবদান - এখান থেকেই গবেষণা করে জগদীশচন্দ্র বসু **'বেতার বার্তার সূত্র'** আবিষ্কার করেন। এছাড়াও তিনি **'কেস্কোগ্রাফ'** যন্ত্রের আবিষ্কারের দ্বারা উদ্ভিদের প্রাণ ও অনুভূতি শক্তির প্রমাণ দেন।

- বাংলা ভাষায় লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল - **'অব্যক্ত'**।

বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশ

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

প্রতিষ্ঠা – **১৯০৬** খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে ৯২ জন সদস্য নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম সম্পাদক - রাসবিহারী ঘোষ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর সর্ব প্রথম **'জাতীয় শিক্ষা'** কথাটি ব্যবহার করেন।

উদ্দেশ্য–(১) জাতীয় আদর্শ অনুসারে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা দান করা।

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ সেবার মনোভাব জাগিয়ে তোলা।

(৩) নৈতিক শিক্ষা দান করা।

(৪) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

উল্লেখযোগ্য সদস্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ।

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট

প্রতিষ্ঠা – স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুলাই আইনজীবী তারকনাথ পালিতের উদ্যোগে **'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট'** প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম অধ্যক্ষ - প্রমথনাথ বসু ।

- ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে বেঙ্গল ন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যক্ষ - বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ।

সভাপতি - রাসবিহারী ঘোষ।

- ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ, বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর সঙ্গে মিশে যায়।
- ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন নামকরণ হয় **'কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি'** (CET)।
- ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ২৪ ডিসেম্বর এই কলেজটি **'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'** রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

উদ্দেশ্য – বাংলায় স্বদেশী ধাঁচে কারিগরি শিক্ষার প্রসার।

পাঠক্রম–কলাবিভাগের বিভিন্ন বিষয়, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রযুক্তি, শিল্প প্রযুক্তি প্রভৃতি ।

জার্নাল – টেক (CET র ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রকাশিত) ।

ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা

প্রচলিত বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত তিক্ত।

- ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **‘শিক্ষার হেরফের’** প্রবন্ধে বা **‘তোতাকাহিনীর’** মতো রচনায় কেবলমাত্র মুখস্থ করা এবং পুনরাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ধারার ত্রুটি গুলি ছিল –

(১) সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা পুষ্ট।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার অভাব।

(৩) সার্বজনীন শিক্ষার অভাব।

(৪) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অসম্পূর্ণতা।

(৫) ভাষা শিক্ষার দুর্বলতা।

(৬) ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতির চর্চার অভাব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ভাবনা

- **১৮৬১** খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম জেলার বোলপুরের ভুবনডাঙায় ‘শান্তিনিকেতন’ নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি পেয়েছিলেন বলেই মহর্ষি আশ্রম বাড়িটির নাম দেন ‘শান্তিনিকেতন’।
- ১৯০১ রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দেশ্য –(১) প্রাচীন তপোবন আশ্রিত আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করা।

(২) প্রকৃতির সাথে শিক্ষার্থীর নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা।

উল্লেখযোগ্য শিক্ষক - লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট, চার্লস অ্যান্ড্রুজ, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেজ প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় প্রকৃতি মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, **“শিক্ষা হল বাইরের প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন”।** প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ মানবসত্তাকে লালন করে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে নিজেকে জাতির উপযোগী, দক্ষ ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা।

বিশ্বভারতী গঠনের উদ্যোগ

প্রতিষ্ঠা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দেশ্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যার উৎপাদন, বিদ্যা দান, মুক্তচিন্তার চর্চা, সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ‘বিশ্বভারতী’ প্রতিষ্ঠা করেন।

- **উল্লেখযোগ্য প্রাক্তনী** – রামকিঙ্কর বেজ, সৈয়দ মুজতবা আলি, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, ইন্দিরা গান্ধি, সুচিত্রা মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, অমর্ত্য সেন প্রমুখ।
- ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শান্তিনিকেতন আশ্রমের পাশেই ‘শ্রীনিকেতন’ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রচলন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে প্রতি বছর ২২ শ্রাবণ দিনটি শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসব হিসেবে পালিত হয়।
- ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য এবং জহরলাল নেহরু প্রথম আচার্য হন।

WORK SHEET

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

১) একটি বা দুটি শব্দের উত্তর দাও। **(প্রতি প্রশ্নের মান ১)**

১.১) আধুনিক ছাপাখানার জনক কাকে বলা হয়?

১.২) ভারতে সর্বপ্রথম কারা, কবে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে?

১.৩) শ্রীরামপুর ত্রয়ী কারা?

১.৪) প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রন্থটি কার লেখা?

১.৫) প্রথম সচিত্র বাংলা বই কোনটি?

১.৬) বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ কবে প্রকাশিত হয়?

১.৭) ভারত তথা এশিয়ার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা কোনটি?

১.৮) প্রথম কোন বাঙালি ছাপাখানার জন্য বাংলা অক্ষরের নকশা বা টাইপ তৈরি করেন?

১.৯) পূর্ববঙ্গের কোথায়, কবে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়?

১.১০) বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

১.১১) কলকাতায় কে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন?

১.১২) সন্দেশ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?

১.১৩) প্রথম বাঙালি সংবাদপত্র প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা কে ছিলেন?

১.১৪) এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার নাম কি ছিল?

১.১৫) অন্নদামঙ্গল কাব্যের চিত্রগুলি কে আঁকেন?

১.১৬) আই. এ. সি. এস. এর প্রথম অধিকর্তা কে ছিলেন?

১.১৭) কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১.১৮) কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রথম নোবেল পুরস্কার পান?

১.১৯) বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ কে ছিলেন?

১.২০) অব্যক্ত গ্রন্থটির লেখক কে?

১.২১) বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এর বর্তমান নাম কি?

১.২২) জাতীয় শিক্ষা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন কে?

১.২৩) কে বেঙ্গল কেমিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন?

১.২৪) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে?

১.২৫) বিশ্বভারতীর বর্তমান আচার্য কে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

২) দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও। **(প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)**

২.১) চার্লস উইলকিন্স বিখ্যাত কেন?

২.২) বাংলার ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের ভুমিকা কী ছিল?

২.৩) বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের নাম স্মরণীয় কেন?

২.৪) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবে গঠিত হয়? এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

২.৫) তারকনাথ পালিত বিখ্যাত কেন?

২.৬) ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কি ছিল?

২.৭) বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ছিল?

বিশ্লেষণধর্মী উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

৩।) **সাত-আটটি বাক্যে উত্তর দাও।** **(প্রতি প্রশ্নের মান ৪)**

৩.১) ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো।

৩.২) **টীকা লেখো-** শ্রীরামপুর মিশন প্রেস।

৩.৩) বাংলায় ছাপাখানার বিকাশে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভূমিকা আলোচনা করো।

৩.৪) বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে মহেন্দ্রলাল সরকার স্মরণীয় কেন?

৩.৫) **টীকা লেখো-** জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।

৩.৬) বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কী ভূমিকা ছিল?

ব্যাখ্যামূলক উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী।

৪) **পনেরো-ষোলো টি বাক্যে উত্তর দাও।** **(প্রতি প্রশ্নের মান ৮)**

৪.১) মানুষ, প্রকৃতি ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪.২) বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে বসু বিজ্ঞান মন্দির ও কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের অবদান আলোচনা করো ।

**** অধ্যায়টি বুঝতে কোন অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্স করে নিজের নাম শ্রেণীবিভাগ ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বরসহ লিখে পাঠাও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।**